ফলে জমিতে শত্রুপোকা সরাসরি খায় এমন পরভুক বন্ধু পোকা যেমন মাকড়সা, ফড়িং, বোলতা, পিঁপড়ে, লেডি বার্ড বিটল, ইয়ারউগস্ ও লেদা পরজীবী বন্ধু পোকা যেমন ব্রাকন, টেরাথেলা, প্রিস্টোমেরাস ও অন্যান্য উপকারী বন্ধুপোকাও মারা যায়। এই জন্যই বেগুনের ডগা ও ফল ফুটো-করা পোকার প্রতিকার করতে ও সুস্থ বেগুন ফলাতে কৃষি-বিষের ব্যবহার সম্ভব মতো কমিয়ে এদের রক্ষা করতে হবে। উক্ত ব্যবস্থাগুলো বেশ গুরুত্বপূর্ণ, যার ফলে বছরের পর বছর বেগুনের ডগা ও ফল ফুটো-করা পোকার প্রতিকার সম্ভব হবে।

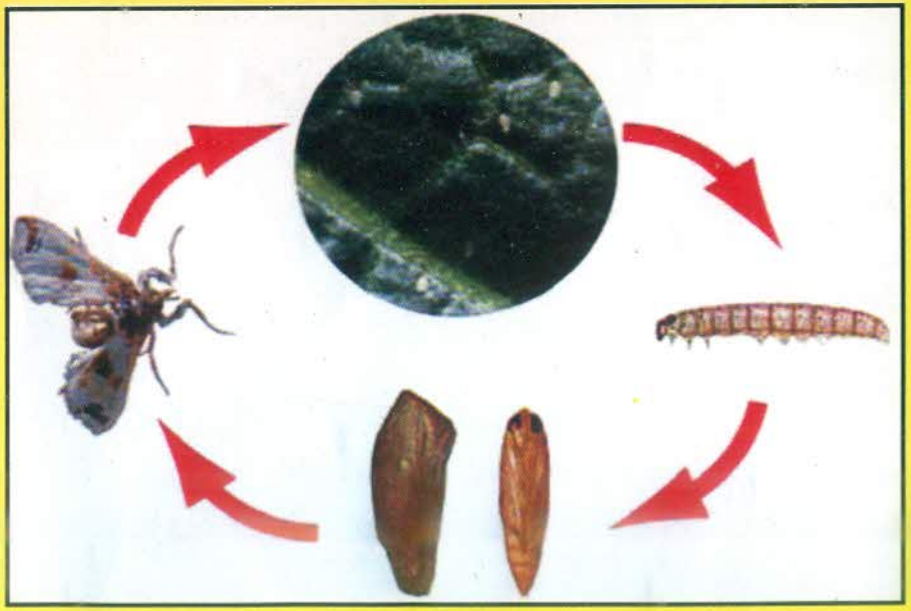

বেগুনের ডগা ও ফল ফুটো-করা পোকার জীবনচক্র

বেগুনের ডগা ও ফল ফুটো - করা পোকার আক্রমণ থেকে বাঁচার উপায়

লেখক ও প্রকাশক -

ডাঃ ডনঞ্জয় মন্ডল, বিষয়বস্তু বিশেষজ্ঞ (উদ্ভিদ সুরক্ষা)

ও

ভারপ্রাপ্ত বরিষ্ঠ বৈজ্ঞানিক ও প্রধান
উত্তর দিনাজপুর কৃষি বিজ্ঞান কেন্দ্র
উত্তরবঙ্গ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়
চোপড়া, উত্তর দিনাজপুর

মোবাইল - ৭৫৮৪০৭৭২১০, ই-মেইল ঃ udpkvk@gmail.com

প্রকাশনার সময় - ১৮ই নভেম্বর, ২০১৬

ভাকৃঅনুপ
ICAR

UTTAR BANGA KRISHI VISWAVIDYALAYA
WHERE WISDOM IS FREE

পশ্চিমবঙ্গের অন্যান্য সব্জির মধ্যে বেগুন প্রধান সব্জি হিসাবে ধরা হয় ও তার চাষ সারা বছর ধরেই করা হয়, তাই বেগুনের নানান পোকা সংখ্যায় অধিক বেড়ে যায়। তখন কৃষি -বিষ দিয়েও পোকা দমন করা যায় না। তবে চাষিভাইরা নিজেরাই বা স্থানীয় বিবিধ দোকানের পরামর্শে ভুল সময়ে, ভুল মাত্রায় ও ভুল কৃষি-বিষ অযথা ও অতিরিক্ত প্রয়োগ করে অজ্ঞানে ও অবহেলায় নিত্য নতুন সমস্যার সৃষ্টি করেন। ডগা ও ফল ফুটো-করা পোকা (ললিপোকা) বেগুন গাছের সবচেয়ে ক্ষতিকর কীটশত্রু। এই পোকার আক্রমণে ফসলের প্রায় ৭০ শতাংশ পর্যন্ত অনেক সময় তার বেশি ক্ষতি হয়। ঠিক সময়ে উপযুক্ত প্রতিকার ব্যবস্থা না নিলে প্রায় পুরো ফসল নষ্ট হয়ে যায়। বর্তমানে চাষিভাইরা ফল ফুটো -করা পোকার দমনের জন্য অত্যধিক হারে ও অতিমাত্রায় বিষাক্ত বিভিন্ন কৃষি-বিষ সপ্তাহে ৪-৫ বার পর্যন্ত প্রয়োগ করে থাকেন। একই সঙ্গে ঘন ঘন কৃষি -বিষ ব্যবহার করার জন্য কৃষি-বিষের প্রতি এই পোকার সহনক্ষমতা বেড়ে যায়, যার জন্য পোকাটির প্রতিকার দুঃসাধ্য হয়ে পড়েছে।

বেগুনের ডগা ও ফল ফুটো করা পোকার সম্পূরিত প্রতিকার ব্যবস্থা ঃ

কিছু উপযুক্ত ব্যবস্থার দ্বারা সহজেই বেগুনের ডগা, ফল ফুটো-করা পোকার প্রতিকার করা সম্ভব। চারা লাগানোর আগে জমির চারধার ঠিকমতো পরিষ্কার করে সুস্থ সবল দংশনমুক্ত চারা লাগাতে হবে। চারা লাগানোর পরে জমির শুকনো পাতা মাঝে মধ্যে কুড়িয়ে ফেলে জমি পরিষ্কার রাখতে হবে। গাছে ফল ধরার আগে বেগুনের ডগা ও ফল ফুটো-করা পোকার লেদা-কচি ডগার ভেতরের অংশ খেতে থাকে, তাই ডগার উপরের অংশ শুকিয়ে যায় ও তা দেখার জন্য সঙ্গে সঙ্গেই কেটে ফেলতে হবে। মরশুমের শুরুতেই বা গাছের প্রথম অবস্থাতেই ডগা ছাঁটার কাজ শুরু করুন। ডগা ছাঁটলে গাছের কোনো ক্ষতি হয় না। এক্ষেত্রে প্রত্যেক চাষিভাইকে কয়েকটি ব্যবস্থা নিতে হবে - কাটা ডগা পুড়িয়ে ফেলতে পারলে ভাল হয়। অথবা কুড়ি সেন্টিমিটার গর্ত করে ডগাগুলো ভালো করে মাটিতে পুঁতে ফেলুন, বা ছোট ছোট টুকরো করে কেটে ফেলুন ও পুঁতে ফেলুন। ফল তোলার সময় ছোট হলেও আক্রান্ত বা বিকৃত ফল তুলে গর্ত করে ভালভাবে মাটিতে পুঁতে ফেলুন বা গরু - ছাগলকে খাইয়ে দিন।

শেষ ফল তোলার সঙ্গে সঙ্গেই পুরানো গাছ পুড়িয়ে ফেলুন। ফেরোমোন ফাঁদের ব্যবহার করুন। কৃষি-বিষের ব্যবহার কম করুন যেমন নিমতেল ১০০০০ পি.পি.এফ. ২.০ লি জলে, তবে একান্তই যদি ব্যবহার করতে হয় তাহলে নিম জাতীয় কৃষি -বিষ ব্যবহার করুন। এই পোকার আক্রমণ তেকে বাঁচতে কয়েকটি বিষয়ের উপর খেয়াল রাখতে হবে। খামার বাড়ির বা নার্শারীর কাছাকাছি পুরানো শুকনো বেগুন গাছের গাদা রাখবেন না। মূল জমির কাছাকাছি চারা তৈরী করবেন না। জমিতে আক্রান্ত ছাঁটা ডগা ফেলে রাখবেন না। পুরানো শুকনো বেগুন গাছ নতুন লাগানো জমির কাছাকাছি গাদা করে রাখবেন না। উপযুক্ত ব্যবস্থাগুলি গ্রামের সকল চাষি একত্রে করলে ভাল হয়।

চারা লাগানোর তিন থেকে চার সপ্তাহ পর জমিতে ফেরোমোন ফাঁদ বড় খুঁটির সাহায্যে অবশ্যই ঝুলিয়ে দিতে হবে এবং শেষবার বেগুন তোলার আগে পর্যন্ত ফাঁদ জমিতেই রাখতে হবে। দুটি ফাঁদের মধ্যে দূরত্ব দশ - পনেরো (১০-১৫) মিটার হবে। ফাঁদ সবসময় জমির কিনারা থেকে ৪ মিটার ভিতরে লাগাতে হবে। ফাঁদ এমনভাবে জমিতে ঝোলাতে হবে যাতে স্ত্রী ফেরোমোন টোপ গাছের ছড়ানো ডাল এলাকা (ক্যানকপি) থেকে সামান্য একটু ওপরে থাকে। ভবিষ্যতে গাছ যেভাবে বড় হবে ফাঁদকে সেইভাবে সরিয়ে সরিয়ে ওপরে তুলতে হবে। একর প্রতি কমপক্ষে ৩০-৩৫ টি এরূপ ফাঁদ রাখতে হবে। ফেরোমোনের দ্বারা আকৃষ্ট পুরুষ মথ চুঙ্গী ফাঁদের গায়ে বসতে গেলে চুঙ্গী পেচ্ছল হওয়ায় চুঙ্গীর নীচে বাঁধা প্লাস্টিক বা নাইলন থলির মধ্যে পড়ে যায়। পুরুষ ও স্ত্রী মথের মিলনে বাধা দেওয়ায় আয়ুষ্কালের শেষে সহজেই পুরুষ মথ মারা যায়। ফেরোমোন প্রায় ৪ সপ্তাহ পর্যন্ত কার্যকর থাকে। এই ধরনের ফাঁদ অনেকদিন পর্যন্ত ব্যবহার করা চলে। একবার ব্যবহার করার পর দ্বিতীয়বার বা অন্য ঋতুতে ব্যবহার করলেও নষ্ট হয় না। তবে লক্ষ্য রাখতে হবে যেন থলির নীচে কোনো কাটাছেঁড়া না থাকে না বা পোকারা যেন থলির বাইরে বেরিয়ে আসতে না পারে। তবে ফাঁদের ফেরোমোন টোপ তিন চার সপ্তাহ পর পাল্টাতে হবে। তবে বেশী বৃষ্টি জোর বাতাসের সময় ফেরোমোন তাড়াতাড়ি পাল্টানোর দরকার পড়ে।

বর্তমানে বেগুনের চাষ বেড়েছে, নানান কৃষি-বিষ সহজলভ্য ও জনপ্রিয় হয়েছে, চাষিভাইদের জমিতে কৃষি-বিষ ব্যবহারের প্রবণতা বেড়েছে ফলে বেগুনের ডগা, ফল ফুটো-করা পোকা ও অন্যান্য পোকা একটি জটিল সমস্যা হয়ে দেখা দিয়েছে। যথেচ্ছ কৃষি-বিষ ব্যবহারের